দৈনিক ইনকিলাব

14

তারিখ 20 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

ঝিনাইদহ সরকারী বালিকা বিদ্যালয়টি নানা সংকটে

ঝিনাইদহ, ১৯ জুলাই (সংবাদদাতা)।— ঝিনাইদহের একমাত্র সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ক্লাস রুম নেই। জরাজীর্ণ ভবন, ছাত্রী নিবাস ও আসবাবপত্র সংকটসহ শিক্ষক স্বল্পতার কারণে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ঝিনাইদহ শহরের প্রাণ কেন্দ্রে ৪৬ শতাংশ জমির উপর ১৮৭৭ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর স্থান সংকুলানের অভাব এবং ভগ্নপ্রায় পুরাতন ভবন অনুপযুক্ত হয়ে পড়ায় ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ সালে দু'টি ভবন নির্মাণ করা হয়। যদিও এগুলোর অবস্থা তেমন সুবিধাজনক নয়। এরই মধ্যে ১৯৫৭ সালে তৈরী ভবনটিও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। যার মধ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ এখনও ক্লাস নিচ্ছেন। অথচ বার বার লেখালেখি সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ উদাসীন।

১৯৭০ সালে স্কুলটি সরকারীকরণ করা হয়। এরপর প্রায় ১৭ বছর অতিবাহিত হলেও আজ পর্যন্ত স্কুলটির উন্নয়ন হয়নি। বর্তমানে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ৬৫০ জন। ক্লাস রুমের সংখ্যা মাত্র ৮টি, যা ছাত্রীর তুলনায় যথেষ্ট নয়। অনেক সময় একই সাথে দু'টি ক্লাস এক রুমে নিতে দেখা যায়। লাইব্রেরীতে প্রচুর বই আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কক্ষ না থাকায় ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য বইগুলো কোন কাজে লাগছে না। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় সরকারীকরণের ১৭ বছর পরেও আজ পর্যন্ত কোন স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়নি ফলে দুর্গন্ধে আশেপাশের পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে।

এছাড়া স্কুলে বেস্টনী প্রাচীর না থাকায় অবাঞ্ছিত লোকজন ও গরু ছাগলের অবাধ বিচরণের ফলে পড়াশুনার পরিবেশ দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

আজ পর্যন্ত স্কুলে কোন মিলনায়তন নির্মিত হয়নি ফলে সাংস্কৃতিসহ যে কোন অনুষ্ঠান করা সম্ভব হয় না। সবচাইতে বড় অসুবিধা হল স্কুলটি শহরের কেন্দ্রস্থলে বাণিজ্যক এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় পাশের দোকানগুলোর মাইক আর রেডিও ক্যাসেটের শব্দে শিক্ষার পরিবেশ দারুণভাবে বিঘ্নিত। এখানে বর্তমানে মাত্র ২৩ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন অথচ ফ্যাকাল্টি ১৭টি। কোন টাইপিস্ট এবং দারোয়ান নেই। স্টাফ কোয়ার্টার না থাকায় বাইরের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ এখানে বদলি হলেও কাজে যোগদান করেন না।